ভোরের কাগজ

375

তারিখ ... APR. 8 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাদক ব্যবসার আখড়া জহুরুল হক হলের বস্তি

এক সপ্তাহের মধ্যে উপাচার্যের উচ্ছেদ নির্দেশ কার্যকর হয়নি

পিনাকী রায় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলের স্টাফ কোয়ার্টারের বাউন্ডারির ভিতরে গড়ে ওঠা বস্তি উচ্ছেদে এখনো কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। গত ৩রা অক্টোবর উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরী এই বস্তি পরিদর্শন করে এক সপ্তাহের মধ্যে তা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহ পূর্ণ হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের তরফ থেকে এখনো কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এই বস্তিতে অবৈধ মাদকদ্রব্যের ব্যবসা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

হলের স্টাফ কোয়ার্টারের বাউন্ডারির ভিতরে প্রায় দেড়শ বস্তিঘর গড়ে তোলা হয়েছে। হল নিয়ন্ত্রণকারী বহিরাগত সন্ত্রাসীদের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কর্মচারী এসব বস্তি তৈরি করে। বস্তিতে রিকশাচালক, টেম্পোচালক, তরকারি ব্যবসায়ী, কসাই, ছিনতাইকারী, মাদক ব্যবসায়ীরা ভাড়া থাকে বলে জানা গেছে। বস্তিবাসীদের ঘরপ্রতি ভাড়া দিতে হয় প্রায় এক হাজার টাকা। ভাড়ার একটি অংশ পায় জহুরুল হক হল নিয়ন্ত্রণকারী বহিরাগত সন্ত্রাসীরা। বিনিময়ে তারা বস্তিতে বসবাস নিরাপদ ও নিরুপদ্রব করার নিশ্চয়তা দেয়। এ ছাড়াও তারা বস্তিতে অবৈধ বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগ এনে দেয়।

স্টাফ কোয়ার্টারের একাধিক বাসিন্দা ও জহুরুল হক হলের ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এ বস্তিকে কেন্দ্র করে ফেনসিডিলের পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে। ঢাকার বাইরে থেকে ফেনসিডিলের চালান এনে এ বস্তিতে রাখা হয়। পরে এখান থেকে গণকটুলি ও নীলক্ষেতে পাইকারি চালান দেওয়া হয়। আগে খুচরা বিক্রি হলেও ইদানীং তা কমে গেছে বলে জানা গেছে। এস এম হলের একটি সূত্র জানিয়েছে, ফেনসিডিলের চালান গভীর রাতে প্রথমে এস এম হল কর্মচারী কোয়ার্টারে আনা হয়। সেখান থেকে এস এম হল ও জহুরুল হক হলের দেওয়ালের ভাঙা পথ দিয়ে বস্তিতে ও হলের কয়েকটি গোপন স্থানে ফেনসিডিল নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেগুলো ছড়িয়ে পড়ে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে।

ফেনসিডিল ব্যবসার প্রতিবাদ করার সাহস কারো নেই। প্রতিবাদ করায় জহুরুল হক হলের ছাত্রলীগের সভাপতি বাবুকে গত ডিসেম্বরে হল থেকে বিতাড়িত করেছে ব্যবসায়ী চক্র। প্রহৃত হয়েছে মান্নালাল, জাহাঙ্গীর, মনির নামে তিনজন ছাত্র। আর ভয়ভীতি, হুমকি প্রদর্শন তো নৈমিত্তিক ব্যাপার। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হলের একজন কর্মচারী জানান, 'প্রশাসন সবকিছু জানার পরেও কোনো ব্যবস্থা না নিলে আমরা কী করতে পারি?'

বস্তির উচ্ছেদের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক নূরুন্নবীর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ধীরে ধীরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' মাদক ব্যবসা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'মাদক ব্যবসা সম্পর্কে আমরাও শুনেছি। কিন্তু একাধিকবার পুলিশি তল্লাশি চালিয়েও এর কোনো ভিত্তি পাওয়া যায়নি।'

উপউপাচার্য অধ্যাপক শাহাদাত আলীকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, মাদক ব্যবসা শুধু নয়, মানবিক কারণেই এসব বস্তি ভেঙে ফেলা হবে। কারণ বস্তিতে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগে যে কোনো মুহূর্তে অগ্নিকাণ্ড ঘটে প্রাণহানি হতে পারে। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই একটি বৈঠক করা হয়েছে। এসব বস্তিতে কারা থাকে তার তালিকা করা হবে। পরে বস্তির মালিক কর্মচারীদের বস্তি ভেঙে ফেলার নোটিশ দেওয়া হবে।